জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক সমকাল
তারিখ ঃ 16 APR 2017

পর্যবেক্ষক বসিয়েও ব্যাংকে অনিয়ম ঠেকানো যাচ্ছে না

মালিকদের অযাচিত হস্তক্ষেপ ও রাজনৈতিক চাপ

ওবায়দুল্লাহ রনি

মালিকদের অযাচিত হস্তক্ষেপ ও রাজনৈতিক চাপের কারণে বিভিন্ন ব্যাংকে পর্যবেক্ষক বসিয়েও অনিয়ম ঠেকাতে পারছে না বাংলাদেশ ব্যাংক। অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা আর অনিয়ম ঠেকাতে বিভিন্ন ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি খাতের ১৩টি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষক রয়েছেন। ঋণ জালিয়াতি, পরিচালনা পর্ষদের দ্বন্দ্ব, দৈনন্দিন কার্যক্রমে মালিকপক্ষের অযাচিত হস্তক্ষেপসহ বিভিন্ন অনিয়ম ঠেকাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসব ব্যাংকে পর্যবেক্ষক দিয়েছে। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। অধিকাংশ ব্যাংকের আর্থিক সূচকে উন্নতি নেই। সুশাসনেও ঘাটতি দূর হয়নি। মূলত পর্যবেক্ষকদের চোখে অনিয়ম ধরা পড়লেও রাজনৈতিক চাপে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নিতে না পারায় ব্যাংকগুলোতে 'পর্যবেক্ষকের ফল' আসছে না বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

সংশ্লিষ্টরা জানান, পর্যবেক্ষক রয়েছেন এমন অধিকাংশ বেসরকারি ব্যাংকের পরিচালনায় যারা রয়েছেন তারা রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। পর্যবেক্ষকরা বিভিন্ন অসঙ্গতি তুলে ধরে রিপোর্ট করলেও নানামুখী চাপে অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না। আবার অনেক সময় বিভিন্ন নির্দেশনা দেওয়া হলেও তারা তোয়াক্কা করেন না। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে বর্তমানে এনআরবি কমার্শিয়াল, ফারমার্স, ন্যাশনাল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, আইসিবি ইসলামী এবং বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক চলছে পর্যবেক্ষক দিয়ে। আর সরকারি

পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

পর্যবেক্ষক বসিয়েও ব্যাংকে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

ব্যাংকগুলোর মধ্যে রাকাব ছাড়া অন্য সব ব্যাংকে এখন পর্যবেক্ষক রয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহ উদ্দিন আহমেদ সমকালকে বলেন, কোনো ধরনের চাপের কাছে নতি শিকার না করে পর্যবেক্ষকের রিপোর্টের আলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, পর্যবেক্ষকরা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ক্ষেত্রে যে রিপোর্ট করেন, সে আলোকে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। আর ব্যবস্থা নিলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা কম। ফলে শুধু পর্যবেক্ষক দিলেই হবে না; রিপোর্টের আলোকে শক্ত ব্যবস্থা না নিলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা সমকালকে বলেন, ব্যাংকগুলোর মধ্যে যেখানে কমপ্লায়েন্সের ঘাটতি ছিল বা ঝুঁকিপূর্ণ কার্যক্রম দেখা যাচ্ছিল, সেখানে পর্যবেক্ষক দেওয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষক নিয়োগের ফলে কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি; তেমন না। তিনি বলেন, যখন পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, সে সময়ের সঙ্গে কেবল বর্তমানের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে উন্নতি-অবনতির বিষয়টি তুলনা করলে হবে না। এসব ব্যাংকে পর্যবেক্ষক না দিলে পরিস্থিতি কী হতো সেটা ভাবতে হবে।

কোন ব্যাংকের কী পরিস্থিতি : পরিচালনা পর্ষদের দ্বন্দ্ব, ঋণ বিতরণে অনিয়ম, আর্থিক ক্রমাবনতিসহ বিভিন্ন কারণে গত ২৯ ডিসেম্বর এনআরবি কমার্শিয়াল ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। এর পরও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে কোনো পরিবর্তন না আসায় গত ২০ মার্চ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ও এমডিকে কড়া ভাষায় নোটিশ দেওয়া হয়। তবে নোটিশের জবাব না দিয়ে এর বিরুদ্ধে আদালতে গেছেন তারা। ব্যাংকটির চেয়ারম্যান প্রকৌশলী ফরাছত আলী যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। এনআরবিসির খেলাপি ঋণ আগের বছরের ৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে গত বছর শেষে ১৯ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে। ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে মূলধন সংরক্ষণের হার কমে ১৩ দশমিক ৩১ শতাংশে নেমেছে। আগের বছর যা ১৮ দশমিক ৬৩ শতাংশ ছিল।

অনিয়ম রোধ ও আর্থিক পরিস্থিতির উন্নয়নে গত বছরের ১৩ জানুয়ারি ফারমার্স ব্যাংকে পর্যবেক্ষক দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকটির চেয়ারম্যান সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও বর্তমানে সরকারি হিসাব-সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির চেয়ারম্যান মহীউদ্দীন খান আলমগীর। পর্যবেক্ষক নিয়োগের পর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক নানা নির্দেশনা দিলেও তা অমান্য করে আসছিল ব্যাংকটি। কোনো অবস্থাতে অনিয়ম ঠেকাতে না পেরে গত জানুয়ারিতে এই ব্যাংকের ঋণ বিতরণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অবশ্য পরে শর্ত সাপেক্ষে স্বল্প পরিসরে ঋণ কার্যক্রম চালানোর সুযোগ পায় ব্যাংকটি। গত ডিসেম্বর শেষে ব্যাংকটির খেলাপি ঋণ বেড়ে ১৭১ কোটি হয়েছে। আগের বছর যা ৯ কোটি টাকা ছিল। মূলধন সংরক্ষণের হার আগের বছরের ১১ দশমিক ৮০ শতাংশ থেকে কমে ১০ দশমিক ৬৪ শতাংশে নেমেছে।

২০১৪ সাল থেকে পর্যবেক্ষক রয়েছে ন্যাশনাল ব্যাংকে। ব্যাংকটির আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হলেও সুশাসনের ঘাটতি রয়েছে। পর্যবেক্ষক বসানোর পরও চারজন এমডি মেয়াদ পূর্তি না করেই চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। ব্যাংকটির কর্তৃত্বে থাকা জয়নুল হক শিকদার অত্যন্ত প্রভাবশালী বলে জানা যায়।

মালিকপক্ষের ঋণ জালিয়াতির কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হস্তক্ষেপে ২০০৪ সালে তৎকালীন ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের মালিকানায় পরিবর্তন আসে। বর্তমানে আইসিবি ইসলামী ব্যাংকের মালিকানায় রয়েছে মালয়েশিয়াভিত্তিক একটি শিল্প গ্রুপ। মালিকানা পরিবর্তনের পর থেকে পর্যবেক্ষক বসিয়ে চলছে এ ব্যাংক। তবে ব্যাংকটির পরিস্থিতিতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। বছরের পর বছর লোকসানে চলছে। ২০১৬ সালে ব্যাংকটি নিট ২৭ কোটি টাকা লোকসান দিয়েছে। ব্যাংকটির ৮৯৯ কোটি টাকা আমানতের বিপরীতে ঋণ রয়েছে ৯৩৩ কোটি টাকা। এই ঋণের বিপরীতে খেলাপি রয়েছে ৬৭২ কোটি টাকা, যা ৭২ শতাংশের বেশি। এর বাইরে মালিকানা পরিবর্তনের কারণে অনেক গ্রাহক এ ব্যাংকের কাছে টাকা পাবেন। ফলে ব্যাংকটির মূলধন ঘাটতি বেড়ে এক হাজার ৪৫১ কোটি টাকায় উঠেছে।

ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে সরকারদলীয় এক মন্ত্রী জঙ্গি অর্থায়নের অভিযোগ তোলার পর ২০১০ সালে ব্যাংকটিতে পর্যবেক্ষক দেয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গত ডিসেম্বরে ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদ ও এমডিসহ নেতৃত্বে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। ব্যাংকটির মালিকানা বর্তমানে চট্টগ্রামভিত্তিক একটি শিল্প গ্রুপের হাতে।

বেসরকারি খাতে যাওয়া বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকেরও উল্লেখযোগ্য শেয়ার কিনে নিয়েছে চট্টগ্রামভিত্তিক ওই শিল্প গ্রুপটি। বেশ আগ থেকে এই ব্যাংকে পর্যবেক্ষক বসিয়ে রেখেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। ব্যাংকটির মালিকানা পরিবর্তন এলেও আর্থিক সূচকে কোনো পরিবর্তন হয়নি। চারশ' কোটি টাকা মূলধন সংরক্ষণ প্রয়োজনীয়তার বিপরীতে ব্যাংকটিতে মাত্র ৫৪ কোটি টাকার মূলধন রয়েছে। মোট ঋণের ৩৬ দশমিক ২০ শতাংশ এখন খেলাপি। আগের বছর শেষে খেলাপি ছিল ৩০ দশমিক ৫৮ শতাংশ। যদিও আগের বছরের ১৭ লাখ টাকার লোকসান থেকে গত বছর আড়াই কোটি টাকা মুনাফা দেখানো হয়েছে।

সরকারি ব্যাংক : বছরের পর বছর ধরে চলা লুটপাট আর অনিয়ম বন্ধের লক্ষ্যে ২০০৪ সাল থেকে রাষ্ট্রীয় চার বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে প্রতি বছর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। সেখানে বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা বেঁধে দেওয়া হয়। তবে পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় ২০১৫ সালের নভেম্বরে একযোগে সোনালী, জনতা, অগ্রণী ও রূপালী ব্যাংকে পর্যবেক্ষক বসানো হয়েছে। এর পরও ব্যাংকগুলোর আর্থিক সূচকে ইতিবাচক কোনো পরিবর্তন আসেনি। বরং মূলধন ঘাটতি, খেলাপি ঋণসহ নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়েছে।

সবচেয়ে বেশি শাখা নিয়ে পরিচালিত সোনালী ব্যাংকের লোকসানি শাখা আগের বছরের ১২৪টি থেকে বেড়ে ২০১৬ সালে ২৩৩টিতে গিয়ে ঠেকেছে। আগের বছর ৮৬২ কোটি টাকার নিট লোকসানের পর ২০১৬ সালে আরও ৮১৯ কোটি টাকার লোকসান হয়েছে। খেলাপি ঋণ ৮ হাজার ১০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১০ হাজার ২২৯ কোটি টাকায় উঠেছে। মূলধন ঘাটতি রয়েছে তিন হাজার ৪৭৫ কোটি টাকা।

জনতা ব্যাংকের ৪৮ শাখা লোকসান দিচ্ছে। আগের বছর লোকসানে ছিল ১৫টি শাখা। আগের বছর ৪৬২ কোটি টাকা মুনাফা করলেও ২০১৬ সালে তা ২৫১ কোটি টাকায় নেমেছে। খেলাপি ঋণ ২ হাজার ৮৩০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৪ হাজার ১৬৬ কোটি টাকা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোতে পর্যবেক্ষক বসানোর পর অনিয়মের দায়ে গত বছরের জুনে সৈয়দ আবদুল হামিদকে অগ্রণী ব্যাংকের এমডি পদ থেকে অপসারণ করা হয়। এর পরও ব্যাংকটির পরিস্থিতিতে উন্নতি হয়নি। লোকসানী শাখা আগের বছরের ৩৪টি থেকে বেড়ে গত ডিসেম্বর শেষে ৭৮টিতে দাঁড়িয়েছে। আগের বছর ৩৫১ কোটি টাকা মুনাফা করলেও এবার তা ৬০ কোটি টাকায় নেমেছে। এক বছরের ব্যবধানে খেলাপি ঋণ এক হাজার ৬৫৪ কোটি টাকা বেড়ে হয়েছে ৫ হাজার ৮৭৮ কোটি টাকা। মূলধন সংরক্ষণের হার ১০ দশমিক ৬৮ শতাংশ থেকে কমে ১০ দশমিক ১৭ শতাংশে নেমেছে।

রূপালী ব্যাংকের ২ হাজার ৭৯৪ কোটি টাকা এখন খেলাপি। আগের বছর শেষে খেলাপি ঋণ ছিল এক হাজার ৫৪৯ কোটি টাকা। লোকসানি শাখা ১০টি থেকে বেড়ে গত ডিসেম্বরে ৮৬টি হয়েছে। আগের বছর ৮৪ কোটি টাকা মুনাফা করলেও এবার লোকসান দিয়েছে ৫০ কোটি টাকা। আর মূলধন ঘাটতি আগের বছরের ২৪৬ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৭১৫ কোটি টাকা হয়েছে।

আবদুল হাই বাচ্চুর নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদের নানা অনিয়ম-দুর্নীতি আর লুটপাট ঠেকাতে ২০১৩ সালের নভেম্বরে বেসিক ব্যাংকের পর্ষদে পর্যবেক্ষক দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়োগ দেওয়া পর্যবেক্ষকের সামনেই ব্যাপক লুটপাট হয়। পরে অবশ্য বিভিন্ন পক্ষের চাপে পদত্যাগে বাধ্য হন বাচ্চু। ভেঙে দেওয়া হয় তার নেতৃত্বাধীন পর্ষদ। নতুন পর্ষদ আসার পর বড় কোনো অনিয়মের ঘটনা না শোনা গেলেও ব্যাংকটিতে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং হিসাবায়নে জোড়াতালি আর ফাঁকির মধ্য দিয়ে চলছে বেসিক ব্যাংক। ব্যাংকটিতে ২ হাজার ৬৮৪ কোটি টাকার মূলধন ঘাটতি এবং সাত হাজার ২২৯ কোটি টাকার ঋণ খেলাপি হয়ে গেছে। এর পরও অবিশ্বাস্যভাবে আড়াই কোটি টাকার নিট মুনাফা দেখিয়ে আলোচনায় আছে ব্যাংকটি।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের চার হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা বা ২৭ শতাংশের বেশি ঋণ এখন খেলাপি। এক বছর আগে যা ছিল ২৪ শতাংশ। আগের বছরের ৬ হাজার ৮১৮ কোটি টাকা থেকে মূলধন ঘাটতি বেড়ে ৭ হাজার ৮৩ কোটি টাকায় উঠেছে। এসব কারণে ব্যাংকটির নিট লোকসান বেড়ে ৩৮৮ কোটি টাকা হয়েছে। ২০১৫ সালে ব্যাংকটির লোকসান হয় ১৫৯ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ৭৩০ কোটি টাকা বা মোট ঋণের অর্ধেকই এখন খেলাপি। এক বছর আগে ৪৩ দশমিক ১৮ শতাংশ ঋণ খেলাপি ছিল। যদিও আগের বছরের মতোই ব্যাংকটির ৭৬১ কোটি টাকার মূলধন উদ্বৃত্ত রয়েছে। তবে আগের বছর ৭৮ কোটি টাকা নিট মুনাফা করলেও এবার ৪৪ কোটি টাকায় নেমেছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ দৈনিক বণিক বার্তা
তারিখ ঃ 1 6 APR 2017

বেসিক আইসিবিআইবি বাংলাদেশ কমার্স

প্রশ্নের মধ্যে তিন ব্যাংকের ভবিষ্যৎ

হাছান আদনান ■

দেশের ব্যাংকিং খাতে অনিয়ম-দুর্নীতি ও লুটপাটের নিদর্শন হয়ে আছে বেসিক, আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক (আইসিবিআইবি) ও বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক। অস্বাভাবিক খেলাপি ঋণ এবং মূলধন ও নিরাপত্তা সঞ্চিতির (প্রভিশন) ঘাটতি নিয়ে কোনো রকমে চলছে ব্যাংক তিনটির কার্যক্রম। বিপর্যয়ে পড়ার পর দীর্ঘ সময়েও দিশা পাচ্ছে না ব্যাংকগুলো।

নজিরবিহীন লুটপাটের শিকার হওয়া রাষ্ট্রায়ত্ত বেসিক ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের ৫৪ শতাংশই এখন খেলাপি। ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ৪ হাজার ৬৩ কোটি টাকা। পাশাপাশি ২ হাজার ৬৮৪ কোটি টাকার মূলধন ঘাটতিতে থাকা ব্যাংকটি এখন সরকারের বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি মালিকানার বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণের ৩৬ শতাংশ খেলাপি হয়ে পড়েছে। ব্যাংকটির প্রভিশন ঘাটতি দাঁড়িয়েছে ২৮৮ কোটি ও মূলধন ঘাটতি প্রায় সাড়ে ৩০০ কোটি টাকা। একইভাবে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত আইসিবি ইসলামিক ব্যাংকের বিতরণকৃত ঋণেরও ৭২ শতাংশ এখন খেলাপি। ১ হাজার ৪৫১ কোটি টাকা মূলধন ঘাটতি নিয়ে চলছে দেশী-বিদেশী মালিকানার ব্যাংকটির কার্যক্রম।

নজিরবিহীন অনিয়ম-লুটপাটের পর ঘুরে দাঁড়ানোর উপায় খুঁজে পাচ্ছে না বেসিক, আইসিবি ইসলামিক ও বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক। অস্বাভাবিক খেলাপি ঋণ এবং মূলধন ও প্রভিশন ঘাটতি নিয়ে কোনো রকমে কার্যক্রম চালাচ্ছে ব্যাংক তিনটি

দ্রুততম সময়ের মধ্যে এসব ব্যাংকের পুনর্গঠন অথবা একীভূতকরণের মধ্যেই এ সমস্যার সমাধান দেখছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ। জানতে চাইলে *বণিক বার্তা*কে তিনি বলেন, দেশে ৫৭টি বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকার কোনো দরকার নেই। ব্যাংকিং খাতে বেসিক ব্যাংক না থাকলে দেশের অর্থনীতির কোনো ক্ষতি হবে না। দুর্বল ব্যাংকগুলো ব্যাংকিং খাতের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করছে।

বেসিক ব্যাংক: ২০০৮ সালের পর্যন্তও ভালো ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃত ছিল রাষ্ট্রায়ত্ত বেসিক ব্যাংক। এর পর থেকে নজিরবিহীন লুটপাটের শিকার হয় ব্যাংকটি। আবদুল হাই বাচ্চু ব্যাংকটির চেয়ারম্যান থাকাকালে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকার ঋণ কেলেঙ্কারির ঘটনা ঘটে। নজিরবিহীন দুর্নীতি ও অনিয়মের শিকার ব্যাংকটি ২ হাজার ৬৮৪ কোটি টাকা মূলধন ঘাটতিতে পড়েছে। যদিও আর্থিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে গত তিন বছরে বেসিক ব্যাংককে ২ হাজার ৩৯০ কোটি টাকার মূলধন জোগান দিয়েছে সরকার। বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সরকারের কাছে নতুন করে ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকার বন্ড চেয়েছে ব্যাংকটি।

মূলধন ঘাটতির পাশাপাশি ব্যাংকটিতে বেড়েছে খেলাপি ঋণ, প্রভিশন ঘাটতি ও লোকসানও। ২০০৯ সালেও প্রায় ৬৫ কোটি টাকা নিট মুনাফা করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকটি। ২০১২ সালে তা কমে দাঁড়ায় ২ কোটি ৭৮ লাখ টাকায়। পরের বছর অর্থাৎ ২০১৩ সালে প্রথমবারের মতো লোকসানে পড়ে ব্যাংকটি। সে বছর নিট লোকসান হয় ৫৩ কোটি টাকা। ২০১৪ সালে লোকসানের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১১০ কোটি টাকা। আর ২০১৫ সালে তা ৩০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যায়। ২০১৬ সালে নিট লোকসানের পাল্লা আরো ভারী হয়েছে বেসিক ব্যাংকের।

জানতে চাইলে বেসিক ব্যাংকের চেয়ারম্যান আলাউদ্দিন এ মজিদ বলেন, একটি ভালো ব্যাংককে নজিরবিহীন দুঃশাসনের মাধ্যমে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে। গত দুই বছরের প্রচেষ্টায় বেসিক ব্যাংক প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে উঠেছে। তবে মূলধন ঘাটতির কারণে ব্যাংকটি স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যর্থ হচ্ছে। বিদ্যমান পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে সরকারের কাছে ২ হাজার ৬০০ কোটি টাকার বন্ড চাওয়া হয়েছে। আশা করছি, সরকারের সংশ্লিষ্টরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে সমাধানের উদ্যোগ নেবেন।

বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক: ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বড় ধরনের আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত হয় বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকে। ব্যাংকটির কর্মকর্তাদের যোগসাজশে বংশাল ও দিলকুশা শাখা থেকে লোপাট হয় ২০৫ কোটি টাকা। এছাড়া বেশকিছু কর্মকর্তা গ্রাহকদের আমানতের টাকা আত্মসাৎ করায় বড় ধরনের বিপর্যয়ে পড়ে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক। প্রতিষ্ঠার প্রায় দেড় যুগ পেরিয়েও মাত্র ৪৮টি শাখা নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে ব্যাংকটি।

২০১৬ সালে মাত্র আড়াই কোটি, ২০১৫ সালে ১৬ লাখ, ২০১৪ সালে ২ কোটি ৯০ লাখ ও ২০১৩ সালে ১ কোটি ৭০ লাখ টাকা নিট মুনাফা করে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক; যেখানে ২০১৩ সালে প্রতিষ্ঠিত নতুন ব্যাংকগুলোও চলতি বছর শতকোটি টাকা নিট মুনাফা করেছে।

তবে চলতি বছরই ১০টি শাখা চালুসহ নতুন আঙ্গিকে ঘুরে দাঁড়ানোর পরিকল্পনার কথা জানান বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরকিউএম ফোরকান। তিনি বলেন, মোবাইল ব্যাংকিং, এজেন্ট ব্যাংকিং,

এরপর ›› পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

প্রশ্নের মধ্যে তিন ব্যাংকের

১ম পৃষ্ঠার পর

ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ডের মতো আধুনিক সব ব্যাংকিং সেবা চালু করেছে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক। খেলাপি ঋণ আদায়ে ব্যাংকের পক্ষ থেকে কার্যকর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নিজের দীর্ঘ ৩২ বছরের ব্যাংকিং ক্যারিয়ারের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ব্যাংকটির সম্প্রসারণে কাজ করছেন বলে জানান তিনি।

একটি ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবলুপ্ত বাংলাদেশ কমার্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড ১৯৮৬ সালের ২৭ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হয়। তারল্য সংকটে পড়ে কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যর্থ হলে ১৯৯২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক এর কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করে। এতে আমানতকারী ও ব্যাংকের কর্মীরা বিপাকে পড়েন ও আন্দোলনে নামেন। পরে সরকার বাংলাদেশ কমার্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেডকে (বিসিআইএল) বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। সাবেক বিসিআইএলের ২৪টি শাখাকে পুনর্গঠনপূর্বক বিসিবিএলের পূর্ণাঙ্গ শাখা হিসেবে চালু করা হয়। একটি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেড ১৯৯৯ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর যাত্রা করে।

২০১৬ সালের আর্থিক বিবরণী অনুযায়ী, ব্যাংকটির ৩৩ দশমিক ৯৪ শতাংশ শেয়ারের মালিকানা সরকারের। এছাড়া রাষ্ট্রায়ত্ত সোনালী, জনতা ও অগ্রণী ব্যাংকের শেয়ার ১১ দশমিক ৩১ শতাংশ। সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ৫ দশমিক ১৫ শতাংশ। সব মিলিয়ে সরকারি খাতের শেয়ার ৫১ দশমিক ৪১ আর বেসরকারি খাতের ৪৯ দশমিক ৫৯ শতাংশ। ব্যাংকটির পরিচালনা পর্ষদে সরকার মনোনীত চারজন সদস্য নিযুক্ত রয়েছেন।

আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক: ২০০৮ সালে ওরিয়েন্টাল ব্যাংকের সব সম্পত্তি ও দায় নিয়ে নতুন নামে যাত্রা করে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক। এর পরও ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি ব্যাংকটি। ধারাবাহিক লোকসানের মুখে থাকা আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক ২০১৬ সালেও ২৭ কোটি টাকার লোকসান দিয়েছে। এর আগে ২০১৫ সালে ব্যাংকটির নিট লোকসান ছিল ১৪ কোটি, ২০১৪ সালে ২৮ কোটি, ২০১৩ সালে ৬৮ কোটি, ২০১২ সালে ১০৬ কোটি ও ২০১১ সালে ১৭৯ কোটি টাকা। এমন পরিস্থিতিতে বছর দুই আগে ব্যাংকটি বিক্রির গুঞ্জন ওঠে।

পরিচালনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে সমস্যায় পড়া আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক ১৯৮৭ সালের ২০ মে আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড নামে কার্যক্রম শুরু করে। ২০০২ সালে মালিকানা পরিবর্তন হওয়ার পর ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিমিটেড নামে কার্যক্রম চালায় ব্যাংকটি। মালিকানা হস্তান্তরের পর পরই ওরিয়েন্টাল ব্যাংকে শুরু হয় নজিরবিহীন লুটপাট। বাংলাদেশ ব্যাংক পরে এতে প্রশাসক বসায়। কিন্তু তারল্য সংকটের কারণে ওই সময় ব্যাংকটি থেকে টাকা তুলতে পারছিলেন না আমানতকারীরা। সরকার এর পর আমানতকারীদের অর্থ ফেরত দিতে সাড়ে ছয় বছর সময় দিয়ে ২০০৭ সালে একটি স্কিম বা কর্মসূচি চালু করে। এর পর ব্যাংকটির বেশির ভাগ শেয়ার বিক্রির জন্য নিলাম ডাকা হলে তা কিনে নেয় সুইজারল্যান্ডভিত্তিক আইসিবি ফিন্যান্সিয়াল গ্রুপ এজি।

২০১৫ সালের আর্থিক প্রতিবেদনের তথ্য অনুযায়ী, ব্যাংকটির ৫২ দশমিক ৯৮ শতাংশ শেয়ার রয়েছে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের হাতে। স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের কাছে ৬ দশমিক ৮০ শতাংশ, প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের ১৫ দশমিক ৮৪, প্রবাসী বাংলাদেশীদের দশমিক শূন্য ৬ ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে রয়েছে ২৪ দশমিক ৩২ শতাংশ শেয়ার। ধারাবাহিক লোকসানের কারণে ব্যাংকটির শেয়ারধারণকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। প্রায় তিন দশক ধরে কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যাংকটির শাখা মাত্র ২৯টি।

সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ড. এবি মির্জ্জা আজিজুল ইসলাম *বণিক বার্তা*কে বলেন, আর্থিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে কোনো ব্যাংকের সুনাম নষ্ট হলে তা ফিরিয়ে আনা কঠিন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক হিসেবে বেসিক ব্যাংককে নিয়ে সরকার একটু নাড়াচাড়া করছে। বিপর্যয়ে থাকা বেসরকারি ব্যাংকগুলোর বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগ নেয়া দরকার।

তিনি বলেন, ব্যাংক একীভূত করে দেয়া বা ব্যাংকের এক্সিট পলিসি বিষয়ে আমাদের দেশে আইনি সমস্যা রয়েছে। অনেক সময় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্মকর্তারাই জালিয়াতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যান। ফলে বিতরণকৃত ঋণ আর আদায় করা সম্ভব হয় না। এছাড়া খেলাপিদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে নানা ধরনের আইনি জটিলতা সৃষ্টি হয়। এগুলো নিরসন করা না গেলে আর্থিক খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি রোধ করা সম্ভব হবে না।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ **দৈনিক সংবাদ**

তারিখ ঃ 1 6 APR 2017

সুইফট সিস্টেমে ঢুকে

বিশ্বের ব্যাংক ব্যবস্থার লেনদেন নজরদারি করছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা

সংবাদ ডেস্ক

সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইন্টারব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন (সুইফট) সিস্টেমে ঢুকে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এনএসএ মধ্যপ্রাচ্য ও লাতিন অঞ্চলের ব্যাংকগুলোর লেনদেন পর্যবেক্ষণ করেছে। শ্যাডো ব্রোকারস নামের এক অনলাইন গ্রুপের ফাঁস হওয়া নথিতে এ তথ্য পাওয়া গেছে। ওই নথিগুলোতে সুইফট সিস্টেমে ঢোকার কোড পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছেন সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, এর মাধ্যমে এনএসএ আর্থিক মার্কিন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

মার্কিন : গোয়েন্দা সংস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর নজরদারি চালাতে সক্ষম হচ্ছে। এছাড়া ফাঁস হওয়া নথিগুলোতে থাকা কোডগুলো ব্যবহার করে বাংলাদেশ ব্যাংকে ক'দিন আগে সংঘটিত সাইবার ডাকাতির মতো ঘটনাও ঘটানো সম্ভব। তবে সুইফট এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান এসব দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

শুক্রবার শ্যাডো ব্রোকারস নামের গ্রুপটি অনলাইনে বেশকিছু নথি ফাঁস করে। তবে কি পরিমাণ তথ্য তারা হ্যাক করেছে তা প্রকাশ করা হয়নি। চোরাবাজারে এসব গোপন নথির মূল্য প্রায় ২০ লাখ ডলার। ২০১৬ সালে আত্মপ্রকাশ করা শ্যাডো ব্রোকারস একটি হ্যাকিং গ্রুপ। জেমস বামফোর্ড, ম্যাট সুইশের মতো সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের মতে, তারা একটি 'হুইসেল ব্লোয়ার গ্রুপ', এনএসএ-র ভেতরেও তাদের সহযোগী রয়েছে, যাদের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন গোপন তথ্য ফাঁস করেছে। শ্যাডো ব্রোকারস নামের একটি হ্যাকিং গ্রুপ এনএসএর এই নজরদারির খবর প্রকাশ করেছে। এ ব্যাপারে এনএসএর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোন মন্তব্য পায়নি রয়টার্স।

ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ফাঁস হওয়া কয়েকটি নথিতে এনএসএর সিল দেখা যায়। শ্যাডো ব্রোকারস ওই নথি যে হ্যাক করেছে, সে সম্পর্কে আগে থেকেই জানতো এনএসএ। কিন্তু সংশ্লিষ্টদের এ সম্পর্কে সতর্ক করা হয়নি।

ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেয়া এক বিবৃতিতে মার্কিন টেক-জায়ান্ট মাইক্রোসফট জানিয়েছে, মার্কিন সরকার বা অন্য কোন সংস্থা থেকে এমন কোন ফাইলের অস্তিত্ব, বা কোন ফাইল চুরি হওয়ার বিষয়ে তাদের জানানো হয়নি।

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞরা শুক্রবারের ফাঁস করা এসব নথি পর্যালোচনা করে ধারণা করছেন, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এনএসএ মধ্যপ্রাচ্য ও লাতিন অঞ্চলের ব্যাংকগুলোর লেনদেন পর্যবেক্ষণের জন্য সোসাইটি ফর ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইন্টারব্যাংক ফাইন্যান্সিয়াল টেলিকমিউনিকেশন (সুইফট) সিস্টেমে ঢুকেছে। সুইফট সিস্টেমে ঢুকতে এনএসএ তাদের নিজস্ব কিছু টুল বা সফটওয়্যার ব্যবহার করেছে। শ্যাডোর হ্যাক করা নথিতে সুইফটে ঢোকার কম্পিউটার কোডও পাওয়া গেছে। এছাড়া একটি আঞ্চলিক সিস্টেম হ্যাক হওয়া মানেই গোটা সুইফট সিস্টেম হ্যাক হওয়া। সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক সাইবার নিরাপত্তা সংস্থা কোমে টেকনোলজিসের প্রতিষ্ঠাতা ম্যাট সুইশে জানান, যদি আপনি সার্ভিস ব্যুরো হ্যাক করতে সক্ষম হন, তাহলে সব ব্যাংকের সব গ্রাহকের তথ্যই আপনার সামনে থাকে। সুইশে জানান, ফাঁস হওয়া নথিতে রয়েছে বহু এক্সেল ফাইল। যাতে একটি সার্ভিস ব্যুরো নেটওয়ার্কের কম্পিউটারের তালিকা, ব্যবহারকারীর নাম, পাসওয়ার্ড এবং আরও অনেক তথ্য রয়েছে। সুইফট সিস্টেম হ্যাক করার পরই শুধু এসব তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ শেন শুক মনে করেন, 'ফাঁস হওয়া এসব নথিতে যেসব তথ্য রয়েছে, এর মাধ্যমে সাইবার অপরাধীরা ব্যাংক থেকে অর্থ চুরি করতে পারবে। যেমনটা আমরা এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষেত্রে দেখেছি। অনলাইনে ফাঁস হওয়া ওই নথিগুলোতে রয়েছে বেশ কয়েকটি কোড, যা ব্যবহার করে অপরাধীরা সুইফট সিস্টেম হ্যাক করতে পারে।

এক বিবৃতিতে সুইফট বলেছে, তারা প্রতিনিয়ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা আপডেট করে এবং এ সম্পর্কে গ্রাহকদের অবগত করে থাকে। তাই ফাঁস হওয়া নথিতে যেসব কোড রয়েছে, এর জন্য তাদের গ্রাহকদের চিন্তার কোন কারণ নেই। মূল সুইফট সিস্টেমে অনুমতি ছাড়া কেউ প্রবেশ করেছে, এমন কোন তথ্য তাদের কাছে নেই। তবে বিভিন্ন ব্যাংকের লোকাল সুইফট সিস্টেম হ্যাক করা হতে পারে। বিবৃতিতে এনএসএর কথা উল্লেখ করা হয়নি।

ফাঁস হওয়া নথিতে সুইফটের আঞ্চলিক সিস্টেমে হ্যাকিংয়েরই নজির পাওয়া গেছে। মধ্যপ্রাচ্যে সুইফটের ব্যুরো সার্ভিস পরিচালনা করে দুবাইভিত্তিক ইস্টনেটস। কুয়েত, দুবাই, বাহরাইন, জর্দান, ইয়েমেন ও কাতারে তাদের গ্রাহক রয়েছে। ফাঁস হওয়া নথির তথ্য বিশ্লেষণে ধারণ করা হচ্ছে, এ ব্যুরো সার্ভিসটি হ্যাক করেই এনএসএ বৈশ্বিক ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় নজরদারি চালিয়েছে।

শুক্রবার এক বিবৃতিতে ইস্টনেটস অবশ্য এসব দাবি অস্বীকার করেছে। প্রতিষ্ঠানের এক মুখপাত্র বলেন, ইস্টনেটস সার্ভিস ব্যুরো নেটওয়ার্ক সম্পর্কে এক হ্যাকার গ্রুপ যে বক্তব্য দিয়েছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। বিবৃতিতে বলা হয়, ইস্টনেটস নেটওয়ার্ক অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ইউনিট সার্ভার পরীক্ষা করে দেখেছে, তাতে হ্যাকিংয়ের কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, সুইফটের মাধ্যমে বিশ্বের ব্যাংকগুলো প্রতিদিন কোটি কোটি ডলার লেনদেন করে থাকে। সুইফটের সার্ভিস ব্যুরো হলো এমন সব কোম্পানি, যারা সুইফটের পক্ষে ছোট গ্রাহকদের অর্থ লেনদেন করতে সুইফটের সার্ভিস ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে থাকেন। গত বছর ৪ ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ৮১ মিলিয়ন ডলার চুরি করে নেয় হ্যাকাররা। এরপর থেকে প্রতিষ্ঠানটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে সমালোচনা রয়েছে।

ঘাটতি মেটাতে ১৫ হাজার কোটি টাকা চায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো

❋ অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

মূলধন ঘাটতি মেটাতে আবারও ১৫ হাজার কোটি টাকা চায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো। মূলধন ঘাটতি থাকায় ব্যাংকগুলো দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে।

এর আগে বেসিক ব্যাংক বড় ধরনের ঘাটতি মোকাবিলায় অর্থ জোগান দেওয়ার আহ্বান জানায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে অন্য ব্যাংকগুলো এখন অর্থের জোগান চাচ্ছে। এ অবস্থায় শিগগিরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থমন্ত্রীর সম্মতি নিয়ে জরুরি বৈঠকে বসার পক্ষে মত দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

অর্থ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, ব্যাংক ও আর্থিক বিভাগের সচিব ইউনুসুর রহমান স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে এ বিষয়ে সভা আহ্বানের জন্য অর্থমন্ত্রীর কাছে সময় চাওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, সাতটি ব্যাংকের ঘাটতি পূরণের বিষয়ে অর্থমন্ত্রীর কাছে সময় ও তারিখ চেয়ে নথি প্রেরণ করা হলো। সভায় বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব, ব্যাংকিং বিভাগের সচিব, ব্যাংকগুলোর পরিচালক ও সিইওদের রাখা হবে।

২০১৬ সালের ডিসেম্বর শেষে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত পাঁচটি ব্যাংকের মূলধন ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪ হাজার ৯৯৯ কোটি টাকা। এর মধ্যে সোনালী ব্যাংকের দুই হাজার ৬০৬ কোটি টাকা, বেসিক ব্যাংকের দুই হাজার ২৮৬ কোটি, রূপালী ব্যাংকের এক হাজার ৫৩ কোটি এবং জনতা ব্যাংকের ৬৬৪ কোটি টাকার মূলধন ঘাটতি রয়েছে। এছাড়া বিশেষায়িত বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক একাই সাত হাজার ৪৮৫ কোটি টাকার মূলধন ঘাটতিতে পড়েছে। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ক্ষেত্রে মূলধন ঘাটতির পরিমাণ ৭০৫ কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর মূলধন ঘাটতির অন্যতম কারণ খেলাপি ঋণ ও অনিয়ম। সম্প্রতি বেসিক ব্যাংকে যা হয়েছে তা নজিরবিহীন। ব্যাপকহারে অনিয়ম না হলে ব্যাংকটিতে এভাবে মূলধন ঘাটতি হতো না। একই অবস্থা অন্যান্য ব্যাংকগুলোরও।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে ২০১১-১২ অর্থবছরে বাজেট থেকে ৩৪১ কোটি টাকা, ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৫৪১ কোটি, ২০১৩-১৪ অর্থবছরে পাঁচ হাজার কোটি, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পাঁচ হাজার ৬৮ কোটি টাকার মূলধন জোগান দেয় সরকার।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে এক হাজার ৬০০ কোটি টাকা জোগান দিলেও চলতি অর্থবছরের বাজেটে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর জন্য দুই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ The Financial Express তারিখ ঃ 16 APR 2017

Banks, NBIs lend Tk 580b in green financing

Eight entities get 'Green Awards'

FE Report

Country's banks and non-bank financial institutions have so far lent out around Tk 580 billion in green financing, as project funding assumes a fresh focus.

Bangladesh Bank Governor Fazle Kabir made the disclosure Saturday while speaking at the Green Award ceremony organised by Southeast Bank Limited in the capital.

"This has been possible due to increased emphasis given on green financing by both the regulator and financial institutions of the country," the central bank governor told his audience.

Southeast Bank-The Financial Express-Policy Research Institute Green Award Trust has honoured various entrepreneurs and organisations for their contribution towards environment-friendly business operations, sustainable community development and poverty reduction through this award-giving initiative since 2013.

Highlighting recent regulatory initiatives taken by the Bangladesh Bank to promote green banking, the central bank governor mentioned that BB had instructed all the

Continued to page 7 Col. 1

Banks, NBIs lend Tk 580b

Continued from page 1 col. 8

banks and financial institutions to disburse a specific portion of their loan portfolios for green projects.

"Recently, Bangladesh Bank has also introduced 'Green Transformation Fund' in foreign currency to support green transformation of manufacturing processes in the export- orientated sectors like textiles and leather," Mr. Kabir said.

Chairman of the SEBL-FE-PRI Green Award Trust Initiative Dr. Mohammed Farashuddin in his speech said apart from providing loans in green financing initiatives, the banks should also provide a specific portion of their green financing as grants as part of corporate social responsibility.

Speaking on the occasion, Chairman of Southeast Bank Alamgir Kabir expressed his hope that the SEBL-FE-PRI Green Award Trust would get an institutional shape in the near future.

"I hope that the Trust would not be only limited to award-giving in the near future, but also would make some real impact in various environment-friendly initiatives," he told the function.

Editor of The Financial Express A H M Moazzem Hossain said the SEBL-FE-PRI Green Award Trust initiative is in line with the Sustainable Development Goals adopted by the United Nations back in 2015.

"The Goal numbers 14 and 15 of SDGs have clearly underlined the need for involvement of media and civil-society organisations for sustainable development," he said.

Managing Director (Current Charge) of Southeast Bank M Kamal Hossain also spoke on the occasion.

Later, a total of eight entities were bestowed with Green Awards in two categories for their environment-friendly initiatives.

In the category of Leadership in Sustainable Green Business and Operations, the awardees are Yunusco (BD) Limited, AKH Eco Apparels Limited, SQ Birichina Limited, Snowtex Outerwear Limited.

In the category of Leadership in Sustainable Community Development and Poverty Reduction, the winners of the award are Shaymol Bangla Krishi Khamar, Nature Conservation Management (NACOM), Wave Foundation and SKS Foundation.

mehdi.finexpress@gmail.com

জনতা ব্যাংক লিমিটেড
পাবলিক রিলেশন্স ডিপার্টমেন্ট
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পত্রিকার নাম ঃ DHAKA TRIBUNE

তারিখ ঃ 16 APR 201

Banks vulnerable to excess liquidity, NPL

Excess liquidity and non-performing loans (NPL) are posing threats to the improvement of banking sector, said speakers at a function in Dhaka on April 11 expressing their concerns over the issues.

While addressing a workshop on the progress and weakness of credit operations of banks in 2016, bankers and economists said the country's banking sector saw a moderate resilience in the current fiscal year and supported real economy to post around 7% growth rate throughout the year.

The total outstanding amount of loans and advances of the banking and non-banking financial institutions, as they told, was Tk685,264 crore over the same period.

Bangladesh Bank Deputy Governor Abu Hena Mohd Razee Hassan said: "The market has been gripped by excess liquidity, causing the central bank to increase the volume of 7-day, 14-day and 30-day bills in the ongoing fiscal year to help balance over all market liquidity."

The NPL ratio issue turned out to be a serious concern as it jumped to 10.1% at the end of June, 2016 up from 8.8% in 2015, he added.

According to him, capital to risk weighted assets ratio reduced by a little margin, standing at 10.3% in June last year, a 0.5% drop since December, 2015.

"We are expecting that the banking sector will overcome the crisis through a smart solution to both the problems (excess liquidity and NPL)."

Aiming to deal with such a situation with success, BB authorities brought some major changes in credit risk management guidelines, he added. ●